প্রথম অধ্যায়

সমাজদর্শনের ভূমিকা

[Introduction to Social Philosophy]

১.১. সমাজবিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব ও সমাজদর্শন

(Social Science, Sociology and Social Philosophy)

মানুষ সমাজবদ্ধ জীবরূপে পরিচিত। সমাজেই মানুষের জন্ম, বৃদ্ধি ও মৃত্যু। গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ নানাবিধ পারস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে বসবাস করে এবং **এই পারস্পরিক সম্বন্ধের সামগ্রিকরূপ অর্থাৎ জটাজালই সমাজ।** প্রত্যেক সমাজের মানুষই অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, নৈতিক ইত্যাদি নানাবিধ সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়ে বসবাস করে এবং প্রত্যেক সমাজেই পিতা ও পুত্রের মধ্যে, স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে, শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে, শাসক ও শাসিতের মধ্যে, কর্মকর্তা ও কর্মীর মধ্যে যেসব সম্পর্ক তা মোটামুটিভাবে নির্ধারিত থাকে। মানুষের সঙ্গে মানুষের এইসব সম্পর্কের যে জটিল সমগ্রতা বা জটাজাল, তাই সমাজ।

অতি প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ তার সমাজকে জানতে আগ্রহী হয়েছে। পাশ্চাত্যে প্লেটো (Plato — খ্রি.পূ. ৪২৭-৩৪৭) তাঁর 'রিপাবলিক' গ্রন্থে, অ্যারিস্টটল (Aristotle—খ্রি.পূ. ৩৮৪-৩২২) তাঁর 'এথিক্স' ও 'পলিটিক্স্' গ্রন্থে সমাজ বা রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও তার শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করেন। প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থে, বিশেষত উপনিষদ, সূত্রগ্রন্থ, পুরাণ ইত্যাদিতে তৎকালীন সমাজের রীতিনীতি, প্রথা, আইন, নীতি ইত্যাদির উল্লেখ ও আলোচনা আছে। মনুসংহিতায় সামাজিক আচার-বিধির বিস্তারিত আলোচনা আছে। শুক্রাচার্যের 'নীতিশাস্ত্র' গ্রন্থে প্রাচীন ভারতীয় সমাজের নৈতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাদির আলোচনা আছে। কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে' তৎকালীন সমাজের (চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের- খ্রি.পূ. ৩২১-২৯৭- রাজত্বকালের) অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক অবস্থার আলোচনা আছে। মোঘল সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রি) আবুল্ ফজলের 'আইনি-ই-আকবরী' গ্রন্থটি তৎকালীন সমাজের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ইত্যাদি অবস্থার এক মূল্যবান দলিলরূপে গ্রাহ্য।

তবে, এসবের কোন ক্ষেত্রেই সমগ্র সমাজকে আলোচনার বিষয়বস্তুরূপে গ্রহণ করা হয়নি—সমাজের একটি বা কয়েকটি দিক মাত্র আলোচিত হয়েছে। এপ্রকারে, **সমাজের বিশেষ কোন একদিকের আলোচনাকেই আধুনিক পরিভাষায় বলা হয় 'সমাজ-বিজ্ঞান'** (Social Science)। বিজ্ঞান যেমন জগতের বিশেষ কোন একটি দিক নিয়ে আলোচনা করে, সমাজবিজ্ঞানও তেমনি সমাজের বিশেষ একটি দিক নিয়ে, অর্থনৈতিক অথবা রাজনৈতিক অথবা নৈতিক অথবা ধর্মীয় অথবা মনস্তাত্ত্বিক দিক নিয়ে আলোচনা করে। এই অর্থে অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, ধর্মতত্ত্ব, নীতিতত্ত্ব

প্রভৃতি সামাজিক বিজ্ঞান। অর্থনীতি কেবল সমাজস্থ মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে, রাষ্ট্রনীতি কেবল রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে, ধর্ম কেবল ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে, নীতি কেবল নৈতিক আচার-আচরণ সম্পর্কে আলোচনা করে। স্পষ্টতই, সামাজিক বিজ্ঞানগুলি সমাজস্থ মানুষের বিভিন্ন ক্রিয়াকর্মের, সমাজের বিভিন্ন দিকের আলোচনা পৃথক পৃথকভাবে করে, সমগ্র সমাজের অর্থাৎ সামাজিক সম্বন্ধের সমগ্র জটাজালের আলোচনা করে না।

যে শাস্ত্রে সমাজের সামগ্রিক আলোচনা করা হয়, আধুনিক পরিভাষায় তাকে বলা হয় 'সমাজতত্ত্ব' (Sociology)। **সমাজতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় বহুবিধ সামাজিক সম্বন্ধ।** এখানে অর্থনীতি, রাজনীতি, ধর্মীয় ইত্যাদি আলোচিত হলেও সেসব আলোচিত হয় **সামাজিক সম্বন্ধরূপে।** এখানে অর্থনীতিকে অর্থনীতিবিদ যেভাবে আলোচনা করেন, রাজনীতিকে রাজনীতিবিদ যেভাবে দেখেন অথবা ধর্মকে ধার্মিক ব্যক্তি যেভাবে দেখেন, সেভাবে ঐসব আলোচিত হয় না - সেসব আলোচিত হয় সামাজিক সম্বন্ধরূপে। অর্থনীতি, রাজনীতি, ধর্ম ইত্যাদির মধ্য দিয়ে মানুষের যে **সামাজিক সম্বন্ধ** প্রকাশ পায়, সমাজতত্ত্বে কেবল তারই আলোচনা হয়। অর্থনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি সামাজিক বিজ্ঞানগুলির পারস্পরিক পার্থক্য থাকলেও সে-সবের মধ্য দিয়ে মানুষের বহুবিচিত্র সামাজিক সম্বন্ধই প্রকাশ পায়। সমাজতত্ত্ব সমাজকে **সামাজিক সম্বন্ধরূপে** আলোচনা করার ক্ষেত্রে ঐসব বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানগুলিকে এক ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করে। এই অর্থে 'সমাজস্থ মানুষের সমগ্র জীবন, জীবন সংগ্রামের জন্য তার সমস্ত ক্রিয়াকলাপ, পারস্পরিক সম্বন্ধ-বন্ধনের জন্য নানা বিধি-নিষেধ, তার জ্ঞান ও বিশ্বাসের জগৎ, কলা ও নৈতিকতা ও সমাজের সদস্যরূপে তার সামর্থ্য ও অভ্যাস প্রভৃতি সবই সমাজতত্ত্বের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত'।[১]

প্রকৃতপক্ষে, সমাজতাত্ত্বিক আলোচনার সূত্রপাত অতি সাম্প্রতিককালের - ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে এই আলোচনার সূত্রপাত হয়। ফরাসি দার্শনিক ও সমাজতাত্ত্বিক আগষ্ট কোঁত (August Comte) সর্বপ্রথম 'সমাজতত্ত্ব' (Sociology) শব্দটি প্রয়োগ ক'রে সমাজের সমগ্র ক্রমবিকাশকে, সর্ববিধ সামাজিক সম্পর্ককে এবং তাদের অন্তর্নিহিত যোগসূত্রকে সমাজতত্ত্বের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করেন।

সমাজতত্ত্ব সমাজের সামগ্রিক আলোচনা হলেও তাকে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা বলা যায় না। সমাজ বিজ্ঞানের ন্যায় সমাজতত্ত্বও বস্তুনিষ্ঠ (Positive), মূল্য-নিরপেক্ষ। সমাজতত্ত্বে বিভিন্ন সামাজিক সম্বন্ধগুলি - অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি সম্বন্ধগুলি বাস্তবত যেমন, কেবল তারই আলোচনা করা হয়, তাদের মূল্যনির্ধারণ করা হয় না অর্থাৎ তারা 'ভাল' অথবা 'মন্দ', এমন বিচার করা হয় না। **এজন্য, সমাজ সংক্রান্ত আলোচনাকে পূর্ণাঙ্গ করার জন্য, সমাজ-দর্শনের** (Social Philosophy) **প্রয়োজন হয়। কেননা দর্শন তার আলোচনাকে কেবল বাস্তব ঘটনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে না, যা ঘটা উচিত অর্থাৎ আদর্শ সম্পর্কেও একটা সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেয়।** দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যসূচক বা আদর্শবোধক।

সমাজতত্ত্ব যেসব সামাজিক সম্বন্ধ নিয়ে আলোচনা করে তা সমাজের গতি-প্রকৃতির, পরিবর্তন

১. 'It has for its field the whole life of man in society, all the activities whereby men maintain themselves in the struggle for existence, the rules and regulations which define their relations to each other, the systems of knowledge and belief, art and morals and any other capacities and habits acquired and developed in the course of their activities as members of society'. Sociology. Ginsberg. P.7.

ও বিবর্তনের উপায় (means) মাত্র, লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য (end) নয়। কিন্তু উপায় ও আদর্শ পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়। উপায়কে উপেক্ষা করলে যেমন উদ্দেশ্য লাভ হয় না, তেমনি উদ্দেশ্য বা আদর্শকে অস্বীকার করলে উপায় হয় অর্থহীন। **সমাজদর্শন সমাজের আলোচনায় উপায়কে যেমন গ্রহণ করে তেমন লক্ষ্য বা আদর্শের প্রেক্ষিতে সেইসব সম্বন্ধকে ভাল/মন্দ, উচিত/অনুচিত ইত্যাদি রূপেও বিচার করে। এপ্রকার দার্শনিক আলোচনা না হলে সমাজের আলোচনা পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। এজন্যই গিস্‌বার্ট বলেন যে 'সমাজদর্শন হল সামাজিক-বিজ্ঞান সমূহের সুবর্ণ-মুকুটস্বরূপ'।**[১]

নিম্নোক্ত চিত্রের মাধ্যমে গিস্‌বার্ট সমাজবিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব ও সমাজদর্শনের পারস্পরিক সম্পর্ককে বুঝিয়েছেন। চিত্রটির মধ্যমণিরূপে সমাজতত্ত্ব বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানগুলির মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে আর সমাজদর্শন তাদের বাস্তব সিদ্ধান্তগুলিকে আদর্শের প্রেক্ষিতে উচ্চতর সমন্বয়ের দিকে আকর্ষণ করে। কাজেই বলা যায় যে, সমাজদর্শনের স্থান সমাজতত্ত্বের অনেক ঊর্ধ্বে, কেননা তার কাজ হল উচ্চতর সমন্বয় সাধন। সমাজতত্ত্ব কখনও সমাজদর্শনের স্থান অধিকার করতে পারে না।

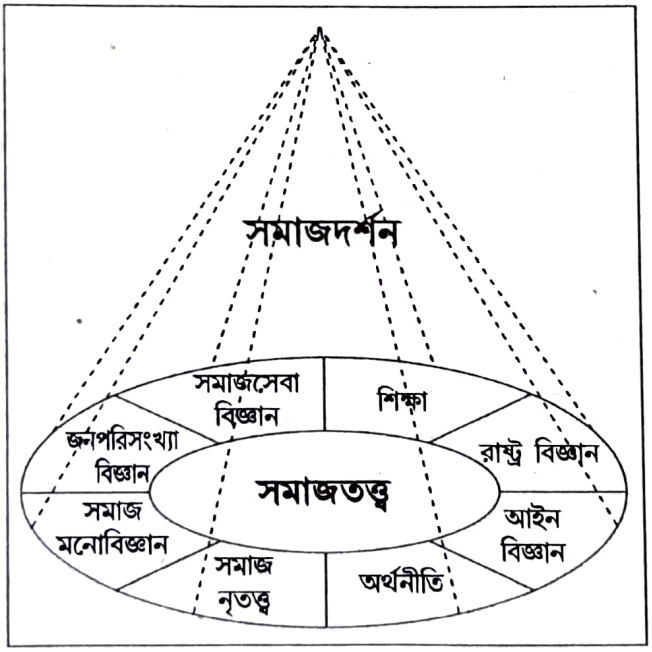

১.২. সমাজদর্শনের স্বরূপ
(Nature of Social Philosophy)

সমাজদর্শনের স্বরূপ নির্ণয় প্রসঙ্গে গিন্‌সবার্গ দুটি মুখ্য দিকের উল্লেখ করেছেন — (১) **বৈচারিক বা যৌক্তিক** (Criticul or logical) এবং (২) **গঠনমূলক বা সমন্বয়মূলক** (Constructive or synthetic)[২]। **সমাজদর্শনের বৈচারিক দিকটিতে বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানগুলির** (Social Sciences) **পদ্ধতি ও সূত্রসমূহের বৈধতা ও সত্যতা বিচার করা হয়;** অর্থাৎ বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানগুলি যেসব পদ্ধতি ও নীতি অবলম্বন করে, তাদের যুক্তিযুক্ততা বা সত্যতা বিচার করাই হল এই দিকটির প্রধান কাজ। মানুষের সামাজিক আচার-আচরণ কি নির্দিষ্ট কতকগুলি বিধিবদ্ধ

১. 'Social Philosophy is .... the golden crown of the Social Sciences'. Fundamentals of Sociology Gisbert. P. 28.

২. 'Social Philosophy consists of two parts, critical or logical, and constructive or synthetic'. Sociology. Ginsberg. P. 26.

নিয়মের দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব, অথবা, মানুষের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা থাকার জন্য, সামাজিক কোনো নিয়মই কি সার্বিক ও চিরস্থায়ী হতে পারে না?— এজাতীয় প্রশ্ন নিয়ে সমাজদর্শনের এই দিকটি (বৈচারিক দিকটি) আলোচনা করে। সমাজদর্শনের **দ্বিতীয় দিকটির অর্থাৎ গঠনমূলক দিকটির প্রধান কাজ হল, সামাজিক আদর্শের সত্যতা বিচার করা, নৈতিক মূল্যের** (ethical values) **দৃষ্টিকোণ থেকে সামাজিক সমস্যাগুলির** আলোচনা **ও বিচার করা**। এই দুটি ভিন্ন দিকের প্রথম দিকটিতে বিজ্ঞানীর ও দ্বিতীয় দিকটিতে দার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'সামাজিক অগ্রগতির' উল্লেখ করা যায়। সমাজদর্শনে 'সামাজিক অগ্রগতিকে' দুটি দিক থেকে আলোচনা করা হয় — সমাজ বিজ্ঞানীর বস্তুনিষ্ঠ দিক থেকে এবং দার্শনিকের আদর্শনিষ্ঠ বা মূল্যনিরূপক দিক থেকে। প্রথমত সমাজ-পরিবর্তন সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ ক'রে এবং দ্বিতীয়ত নৈতিক আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে সেসব পরিবর্তন ভাল অথবা মন্দ তা বিচার করে। প্রথম কাজটি বিজ্ঞানীর আর দ্বিতীয় কাজটি দার্শনিকের। বিজ্ঞানীর তথ্যনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি এবং দার্শনিকের আদর্শনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেই সমাজদার্শনিক সমাজের সমস্যাবলির আলোচনা করেন।

একইভাবে, গিস্‌বার্ট বলেন যে, 'সমাজদর্শন নামটাই নির্দেশ করে যে, সমাজদর্শন হল সমাজতত্ত্ব ও দর্শনের মিলনক্ষেত্র এবং সেজন্য সমাজদর্শনকে জ্ঞানের উভয় শাখারই অন্তর্ভুক্তরূপে গণ্য করা যেতে পারে'।[১] গিন্‌সবার্গের ন্যায় গিস্‌বার্টও বলেন যে, সমাজদর্শন প্রথমত বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানের মৌল নীতি ও ধারণাগুলিকে বিচার-বিশ্লেষণ করে, এবং দ্বিতীয়ত কোন (নৈতিক) আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের মূল্যায়ন বা মূল্য-বিচার করে। এই দুটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, গিস্‌বার্টের মতে, সমাজদর্শনের দুটি দিক আছে ঃ **(১) জ্ঞানগতদিক** (epistemological aspect) **ও (২) মূল্যসূচক বা আদর্শমূলকদিক** (axiological aspect)। সমাজ-জীবনের মৌলনীতি ও ধারণার আলোচনাই জ্ঞানগত দিকটির প্রধান কাজ, আর ঐসব নীতি ও প্রত্যয়সমূহের সত্যতা নির্ধারণ মূল্যসূচক দিকটির কাজ।

সমাজদর্শনের **জ্ঞানগত দিকটির আবার তিনটি বিভাগ আছে ঃ (ক) তাত্ত্বিক দিক** (ontological aspect), **(খ) সমালোচনামূলক দিক** (criterio-logical aspect) **ও (গ) সমন্বয়মূলক দিক** (synthetic aspect)। সমাজজীবনের প্রধান প্রধান নিয়ম ও ধারণাগুলির আলোচনা ও তাদের তাৎপর্য নির্ণয় করাই হচ্ছে সমাজদর্শনের তাত্ত্বিক কাজ। যেমন— 'মানুষ', 'সমাজ', 'ন্যায়পরায়ণতা', 'সুখ' বা 'আনন্দ' ইত্যাদি প্রত্যয়ের আলোচনা ও তাদের অর্থ স্পষ্টীকরণই **তাত্ত্বিক কাজ**। বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানের স্বীকার্যসত্য, মৌল নিয়ম ও বিচার-বিশ্লেষণ পূর্বক তাদের সিদ্ধান্তগুলির সত্যতা নির্ধারণ হচ্ছে সমাজদর্শনের **সমালোচনামূলক কাজ**; আর সমাজদর্শনের **সমন্বয়মূলক কাজ** হল, বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলির সঙ্গে নিজের সিদ্ধান্তের সমন্বয়সাধন করা। অবশ্য সমাজতত্ত্বেও (Sociology) বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানের ফলাফলগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হয়; কিন্তু ঐ সমন্বয় সমাজদর্শনের উন্নত পর্যায়ের সমন্বয় নয়। সমাজতত্ত্বে **বাস্তব অভিজ্ঞতার** ওপর নির্ভর করে ফলাফলের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হয় আর সমাজদর্শনে তা করা হয় **উচ্চতর আদর্শ বা** মূল্যের বিচারে, অর্থাৎ সমাজ-বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত বা ফলাফলগুলির তাৎপর্য ও মূল্য নির্ধারণ ক'রে তাদের মধ্যে এক চূড়ান্ত সামঞ্জস্য নির্ধারণের চেষ্টা করে সমাজদর্শন। সমাজদর্শন

১. 'Social Philosophy, as the very name indicates, is the meeting point of sociology and philosophy, and may equally belong to both branches of knowledge'. Fundamentals of Sociology. Gisbert. P. 26.

যে প্রকার সমন্বয় সাধন করতে চায় তা সমাজতত্ত্বের সমন্বয় অপেক্ষা উচ্চ-পর্যায়ের।

'সমাজদর্শনের **মূল্যসূচক দিকটির কাজ হল,** সমাজজীবনের পরমমূল্যকে **নির্ধারণ করা এবং তাকে লাভ করার জন্য পথ বা উপায় নির্ধারণ করা'**।[১] নৈতিক মূল্যের (ethical value) সঙ্গে সঙ্গতিরক্ষা করেই সমাজদর্শন সমাজজীবনের চরমমূল্যটি নির্ধারণ করতে চায়। সুপ্রতিষ্ঠিত নৈতিক মূল্যবোধের সঙ্গে সমাঞ্জস্য রক্ষা করে কিভাবে সমাজকল্যাণকে লাভ করা যেতে পারে, সমাজদর্শনের মূল্যসূচক দিকটির সেটাই প্রধান আলোচ্য বিষয়।

মুখ্যত এই মূল্যসূচক দিকটির জন্যই সমাজদর্শনকে সমাজবিজ্ঞান **ও সমাজতত্ত্ব থেকে স্বতন্ত্ররূপে গণ্য করা হয়।** সমাজবিজ্ঞান, এমনকি সমাজতত্ত্বেও, লক্ষ্যলাভের উপায়ই (means) হচ্ছে প্রধান আলোচ্য বিষয়; কিন্তু লক্ষ্যকে (end) বাদ দিয়ে কেবল উপায়ের আলোচনা মানুষের জীবনে অর্থবহ ও ফলপ্রসূ হতে পারে না। মানুষের সামাজিক জীবনকে অর্থবহ ও ফলপ্রসূ করার জন্যই সমাজ-বিজ্ঞান ও সমাজতত্ত্ব-অতিরিক্তভাবে সমাজদর্শনের প্রয়োজনীয়তাকে তাই অস্বীকার করা যায় না।